

বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল ও জলাশয়ে নাব্যতা রক্ষার্থে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম

নাব্যতা নদীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। নদীর নাব্যতার উপরে নৌ-চলাচল, নৌপরিবহন এবং নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বহুলাংশে নির্ভর করে। নাব্যতা না থাকলে নদী তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে নদীগুলো ধীরে ধীরে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যায়। বাংলাদেশের প্রধান এবং বড় নদীগুলোতে নাব্যতা সংকট না থাকলেও ছোট প্রায় সকল নদীতেই নাব্যতা সংকট পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। নদীর ক্রমাগত দখল, অপরিষ্কৃত ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, দীর্ঘদিন কচুরিপানা জমে থেকে নদী ভরাট, স্বল্প উচ্চতা ও নদীকে দুই পাশ থেকে সংকুচিত করে নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্রিজ-কালভার্ট, দীর্ঘ দিন অকেজো অবস্থায় থাকা সুইস গেইট ও অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, দীর্ঘদিন নদীকে খননের আওতায় না আনা ও খননের পর ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা না হওয়া প্রভৃতি কারণে নদীতে নাব্যতা সংকটের সৃষ্টি হয়।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাংলাদেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ের নাব্যতা পুনরুদ্ধারে সুপারিশ প্রদান করে যাচ্ছে। নদী খনন, ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর সঠিক ব্যবস্থাপনা, কচুরিপানা অপসারণ, ব্যাংক টু ব্যাংক ব্রিজ নির্মাণ, নদী ভাঙন রোধ, নদীতে স্থাপিত সকল অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদ সহ নাব্যতা সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কমিশন সুপারিশ প্রদান করে থাকে। সরেজমিন পরিদর্শন, কমিশনে ব্যক্তি কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিশন প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর-সংস্থাকে সুপারিশ প্রদান করেছে। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহেও কমিশন এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

২০২২ সালে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় কমিশনের কার্যক্রমকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

- ক. নাব্যতা রক্ষায় নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের খনন
- খ. নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় হতে অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদ পূর্বক নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধার
- গ. বালুমহাল ব্যবস্থাপনা ও অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে গৃহীত কার্যক্রম
- ঘ. নদী ভাঙন ও ভাঙনরোধে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম
- ঙ. নদ-নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ, কালভার্ট ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার দ্বারা সৃষ্ট নাব্যতা সংকটের সমাধান
- চ. নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় হতে কচুরিপানা অপসারণ করে নাব্যতা পুনরুদ্ধার

৫.০১: নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় খনন ও কমিশনের সুপারিশ

বাংলাদেশের জনসাধারণের জীবন-জীবিকা, চলাচল-পরিবহন, কৃষি-শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবর্তন ও বিস্তারে নদীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত নদীগুলো উৎপত্তির পর বহু পাহাড়-পর্বত, গিরিখাত, উপত্যকা অতিক্রম করে এ দেশে প্রবেশ করে বলে প্রচুর পলি (Sediment) ও পাথর বহন করে নিয়ে আসে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত এ নদীগুলো প্রতিবছর প্রায় ২ বিলিয়ন টনের বেশি (তথ্যসূত্র: সিইজিআইএস) পলি বহন করে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমিই যেহেতু পাবনভূমির অন্তর্ভুক্ত, তাই এসব নদীবাহিত পলি দেশের কৃষিতে বিরাট অবদান রাখে এবং মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া নদীবাহিত বালু ও পাথর একদিকে যেমন দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে, অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হ্রাস করে।

নদী খননের প্রকারভেদ:

নদী খনন বা ড্রেজিং বলতে নদীর তলদেশে যে পলি জমা হয়, তার পরিকল্পিত অপসারণকে বোঝায়। বাংলাদেশে খনন বা ড্রেজিং মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে, ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং। ক্যাপিটাল ড্রেজিং চ্যানেলের গভীরতা বৃদ্ধি করে আর মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রয়োজনীয় গভীরতা বজায় রাখা হয়।

নদী খননের প্রয়োজনীয়তা:

নিয়মিত নদী খনন করে নদীগর্ভের পলি (Sedimentation) অপসারণ না করার কারণে নদীর নাব্যতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, নদীগর্ভ উঁচু হয়ে যায়, নদীর মাঝে চর জেগে উঠে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয় এমনকি দেশের জন্য ভয়াবহ দুর্যোগ-নদী ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের নদীর নাব্যতা রক্ষায় খনন অত্যাবশ্যক একটি কার্যক্রম। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ, শতবর্ষব্যাপী "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা- ২১০০" এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে নদীগুলোকে খনন করে নাব্যতা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

নদী খননের বর্তমান চিত্র:

স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশে নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার। পলি ও বালি দ্বারা ভরাট হয়ে বর্তমানে নৌপথ কমে হয়েছে চার হাজার কিলোমিটার। বিআইডব্লিউটিএ এর তথ্যমতে, দেশে বর্ষা মৌসুমে যেখানে নৌপথ থাকে প্রায় ৬,০০০ কি.মি, শুষ্ক মৌসুমে নৌপথ এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪,৩৪৭ কি.মিতে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মেইনট্যানেস ড্রেজিং এর আওতায় ২২৬.৬৭ লক্ষ ঘনমিটার পরিমাণ মাটি খনন করা হয়েছে বলে বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিবেদন হতে জানা যায়।

নদী খননের চ্যালেঞ্জসমূহ:

প্রতিবছর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ নদী খনন করে নদীর নাব্যতা বজায় রাখার আশ্রয় চেষ্টা করে এবং কিছুক্ষেত্রে অপরিবর্তিত ড্রেজিং, পোস্ট ড্রেজিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করতে না পারা ও নিয়মিত মেইনটেনেন্স ড্রেজিং না করার কারণে দেশের নদীগুলো, বিশেষ করে ছোট নদী ও খালসমূহে নাব্যতা ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

নদী খনন ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা:

নদী খননে ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত বড় একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন সময়ে কমিশনের সরেজমিন পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, নদীর ভাটিতে (Downstream) খনন করে খননকৃত মাটি উজানে (Upstream) নিক্ষেপ করা হচ্ছে। কমিশনের সরেজমিন পরিদর্শনে আরো লক্ষ্য করা যায় যে, নদী খননের পর ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালগুলো নদীর দুই পাড়েই স্থাপন করে রাখা হচ্ছে। অল্প বৃষ্টিতেই যা ধুয়ে পুনরায় নদীতে পতিত হয়ে নদীগর্ভ উঁচু হচ্ছে। এতে নদী খননের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

নদী খননের বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ:

- ১। প্রতিবছর দেশের যেসব নদীগুলোতে পলি পরে নদীগর্ভ (Riverbed) উঁচু হয়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে চর সৃষ্টি হয়, সেসব নদীকে চিহ্নিত করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নদী খননের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ২। যেসব নদী নৌপরিবহনের রুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেসব রুটে নিয়মিত মেইনটেনেন্স ড্রেজিং করতে হবে।
- ৩। অপরিবর্তিত ড্রেজিং করে নদীশৈলী যেন বিনষ্ট না হয়, সেজন্য নদী খননের পূর্বে প্রি-ড্রেজিং ও পোস্ট-ড্রেজিং সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
- ৪। নদী খননের পর ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল কোথায় ফেলা হবে, সে স্থানটি নির্ধারণ করতে হবে এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে এ বিষয়ে আলোচনা করে কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। ড্রেজিংকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে/দূরত্বে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; নদ-নদী ও খালের খননকৃত মাটি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার খেলার মাঠ তৈরিসহ সরকারি-বেসরকারি কিংবা অন্যান্য সমাজের কল্যাণকর কাজে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে দেয়া যেতে পারে।
- ৫। বর্ষা ও শুষ্ক-উভয় মৌসুমে পানি ধারণ ও প্রবাহের আধার হিসেবে খালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নৌ রুটের পাশাপাশি ছোট নদী ও খালকেও গুরুত্ব দিয়ে খননের আওতায় আনতে হবে।
- ৬। নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধারের অন্যতম বড় উপায় হলো নদীর উৎসমুখ খনন করা। তা না হলে উজান (Upstream) হতে পানি নদীতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই নদী খননের পূর্বে নদীর উৎসমুখ যথাযথ সমীক্ষা করে খনন করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে এ বিষয়ে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- ৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী ও খাল পুনঃখনন প্রকল্প" এর ন্যায় নাব্যতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ ও সাফল্যের সাথে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী নদী সংক্রান্ত যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের অনাপত্তিপত্র (Non Objection Certificate) গ্রহণ করতে হবে।

নদ-নদীর খনন সংক্রান্ত ২০২২ সালে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হলো:

ক্র: নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০১	ঢাকা	ঢাকা	তুরাগ নদ	ঢাকা জেলার বসিলায় তুরাগ নদের মাঝে সৃষ্ট দ্বীপটি খনন করে নাব্যতা পুনরুদ্ধার এর ব্যবস্থা গ্রহণ।		১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।	
০২	ঢাকা	টাঙ্গাইল	লৌহজং নদ	টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় লৌহজং নদ খনন করে নাব্যতা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৩/০২/২২ (১৯০)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	
০৩	ঢাকা	টাঙ্গাইল	পুংলী নদী	টাঙ্গাইল জেলার মারুয়া পয়েন্টে পুংলী নদী খননপূর্বক নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	২৫/০২/২২ (১৩২)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	
০৪	ঢাকা	টাঙ্গাইল	কাটাখালী খাল	টাঙ্গাইল জেলায় অবৈধভাবে দখলকৃত কাটাখালী খাল খনন ও নাব্যতা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২০/০১/২২ (১১৪)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০৫	ঢাকা	মাদারীপুর	কুমার নদ	মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুরের কুমার নদে সৃষ্ট চর খনন করে পানিপ্রবাহ পুনরুদ্ধারপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	৩০/০৪/২৩ (৫২৬)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।	
০৬	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	কুড়েরপার গ্রাম সংলগ্ন খাল	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানার আলীর টেক ইউনিয়নের কুড়েরপার গ্রাম সংলগ্ন খাল পুনঃখনন করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২৮/০৩/২২ (৪৮৩)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।	
০৭	বরিশাল	বরিশাল	নদী	মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার মেহেন্দিগঞ্জ ঘাটের নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৩/০২/২২ (২৩৪)	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।	
০৮	বরিশাল	পটুয়াখালী	সরকারি খাল	পটুয়াখালী জেলাধীন রাজাবালী উপজেলার সরকারি খালের পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৮/১০/২২ (১৪৯৬)	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজাবালী কর্তৃক অভিযুক্ত

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
							ব্যক্তিকে খালে বাঁধ দিয়ে মাছ আহরণ করায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং খালের পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে বাঁধ অপসারণের সচিব প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করেন।
০৯	বরিশাল	ঝালকাঠি	ধানসিড়ি নদী	ধানসিড়ি নদীর সীমানা নির্ধারণ ও পুনঃ খনন এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৪/০৪/২২ (৬৪৫)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১০	বরিশাল	পিরোজপুর	সরকারি খাল	নেছারাবাদ উপজেলায় সরকারি খালের জলাবদ্ধতা নিরসনে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ।	২০/০৯/২২ (৭৯৮)	জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর।	
১১	খুলনা	খুলনা	কয়রা নদী, কপোতক্ষ নদ ও শাকবাড়িয়া নদী	খুলনা জেলাধীন কয়রা উপজেলার কয়রা নদী, কপোতক্ষ নদ ও শাকবাড়িয়া নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৯/০১/২২ (৫৩)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	
১২	খুলনা	খুলনা	তালতলা খাল	খুলনা শহরের তালতলা খালের নাব্যতা পুনরুদ্ধারে সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও খাল খনন করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৩/০১/২২ (৭০)	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন। ২। জেলা প্রশাসক, খুলনা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা খাল খননের জন্য ২৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা অর্থ রবান্দ চেয়েছেন।

ক্র: নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
১৩	খুলনা	খুলনা	সরকারি খাল	খুলনা জেলায় পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া সকল খাল খননের ব্যবস্থা গ্রহণ।	৩০/০৩/২২ (৪৯৭)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/ বিএডিসি।	অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে। ২০১৭-১৮ এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৪৬ কি.মি. খাল খনন করা হয়েছে এবং আধুনিক সেচ বিতরণ ব্যবস্থার সংস্থান এ ২০০ কিমি পুনঃখননের কাজ অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রকল্প টি অনুমোদন হলে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।
১৪	খুলনা	খুলনা	সরকারি খাল	খুলনা জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় খাল খননে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৫/০৬/২২ (৮৩৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। ৪২ টি খাল ও ৫ নদী খনন করা হয়েছে।
১৫	খুলনা	খুলনা	হরি নদী	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় হরি নদী খননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২০/১০/২২ (১৫১০)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, খুলনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৬	খুলনা	খুলনা	শৈলমারি নদী	খুলনা জেলাধীন বটিয়াঘাটা উপজেলার শৈলমারি নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	২০/১০/২২ (১৫১০)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	
১৭	খুলনা	খুলনা	ভদ্রা ও সালতা নদী	খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলায় ভদ্রা ও সালতা নদী খননে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	০৭/০২/২২ (২০০)	জেলা প্রশাসক, খুলনা।	

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
১৮	খুলনা	নড়াইল	দায়বাড়ি খাল	নড়াইল জেলাধীন সদর উপজেলার দায়বাড়ি খাল পুনঃখননের এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৪/০২/২২ (২৪২) ১৭/০৫/২২ (৭৩৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নড়াইল।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৯	খুলনা	কুষ্টিয়া	কালীগঙ্গা ও ডাকুয়া	কুষ্টিয়া জেলাধীন কালীগঙ্গা ও ডাকুয়া নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৮/১২/২৩ (১৮০০)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া।	পানি উন্নয়ন বোর্ড কালীগঙ্গা নদীর অবৈধ দখলদারদের তালিকা প্রেরণ করেছে।
২০	খুলনা	কুষ্টিয়া	ড্রেনেজ খাল	কুমারখালী উপজেলার ড্রেনেজ খাল দখল রোধ করে নাব্যতা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	৩০/০৫/২২ (৮০৭)	২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুষ্টিয়া।	
২১	খুলনা	কুষ্টিয়া	পুকুর	কুষ্টিয়া জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় পুকুর খনন করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৭/০৮/২২ (১২০৭)	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া।	
২২	খুলনা	মেহেরপুর	ভৈরব নদী	মেহেরপুর জেলার ভৈরব নদী খননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার।	১০/০৪/২২ (৫৫৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, মেহেরপুর।	
২৩	খুলনা	সাতক্ষীরা	বেতনা ও মরিচাপ নদী	সাতক্ষীরা জেলার বেতনা ও মরিচাপ নদীর অববাহিকায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণে টিআরএম পদ্ধতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৭/০৬/২২ (৮৫১)	০১। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা। ০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, সাতক্ষীরা।	
২৪	খুলনা	সাতক্ষীরা	প্রাণসায়ের খাল	সাতক্ষীরা জেলার প্রাণসায়ের খাল খনন।	১৫/০২/২২ (২৫২)	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২৫	খুলনা	ঝিনাইদহ	কুমার নদ ও নবগঙ্গা নদী	ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ড উপজেলার কুমার নদ ও নবগঙ্গা নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার।	১৪/০২/২২ (২৪০)	জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ।	
২৬	খুলনা	মাগুরা	নবগঙ্গা ও মধুমতী নদী	মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলাধীন নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	২১/০৩/২২ (৪২৫)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, মাগুরা।	

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
২৭	খুলনা	যশোর	বেত্রাবতী নদী	ঝিকরগাছা উপজেলার বেত্রাবতী নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	২৭/০৬/২২ (৯৪৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী বাপাউবো, যশোর।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২৮	খুলনা	যশোর	কপোতাক্ষ নদ	নদীর সীমানা চিহ্নিত করে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে সিএস ম্যাপ/জরিপ অনুযায়ী কপোতাক্ষ নদের সীমানা নির্ধারণ করে নদী খনন কাজ ও বাঁধ নির্মাণ করার আবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৯/১২/২২ (১৮৪১)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসক, যশোর।	
২৯	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সরকারি খাল	চট্টগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা নিরসন উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৩/০৪/২২; (৫৮৭,৫৮৬)	১। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম। ২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।	
৩০	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী নদী	কর্ণফুলী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনকে অবহিতকরণ।	১২/১২/২২; (১৭৮০)	১। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম/ বিআইডবিউটিএ। ২। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চট্টগ্রাম।	
৩১	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	ডাকাতিয়া নদী	কুমিল্লা জেলার ডাকাতিয়া নদী খনন ও সংস্কার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	২৪/৩/২২; (৪৬৯)	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।	
৩২	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	ডাকাতিয়া নদী	কুমিল্লা ডাকাতিয়া নদী খনন ও সংস্কার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৪/০৩/২২; (৪৬৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা।	
৩৩	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	আরচি নদী	কুমিল্লা জেলাধীন মুরাগনগর উপজেলার আরচি নদীর দখল-দুর্ঘরোধ এবং নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৫/১০/২২; (১৫২৬)	১। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা। ৩। উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।	

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৩৪	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	সামরাই খাল	কক্সবাজার পৌরসভার এস.এম পাড়া, চৌধুরী পাড়া, মল্লিক পাড়া, সিকদার পাড়া দিয়ে প্রবাহিত ঐতিহ্যবাহী সামরাই খালের সীমানা নির্ধারণ ও দ্রুত পুনঃখনন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	১৩/০৩/২২; (৮৫)	১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার। ২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কক্সবাজার।	
৩৫	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	সামরাই খাল	কক্সবাজার জেলাধীন নদ- নদীর অবৈধ দখল, দূষণ ও নাব্যতা হ্রাস প্রসঙ্গে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	২৩/০২/২২; (৩১৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার।	
৩৬	চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	সরকারি খাল	নোয়াখালী জেলায় কোটি টাকার খাল খনন প্রকল্পে “বড় অনিয়ম” বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	৩০/৩/২২; (৫১০)	জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী।	
৩৭	রংপুর	কুড়িগ্রাম	সরকারি খাল	কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলায় যাদুরচর ইউনিয়নে সরকারী খালে পানির প্রবাহ সচল রাখার প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৭/০২/২২; (২৭৯)	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
৩৮	রংপুর	কুড়িগ্রাম	ধরলা নদী	কুড়িগ্রাম জেলাধীন ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীতে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধরলা নদী খননের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।	২০/০৩/২২; (৪২১)	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	
৩৯	রংপুর	গাইবান্ধা	পদ্মা ও তিস্তা	পদ্মা ও তিস্তা নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন ১(এক) মাসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	২৪/০৩/২২; (৪৬২)	সদস্য, যৌথ নদী কমিশন।	

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৪০	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	টাঙ্গন	ঠাকুরগাঁও জেলাধীন টাঙ্গন নদসহ অন্যান্য নদী সিএস মোতাবেক সীমানা নির্ধারণ, নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক নদী খননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	২/১/২২; (১৫৮০)	১। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঠাকুরগাঁও।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
৪১	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	ছোট নদী	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলার ছোট নদী খ্যাত 'খোনকারের জোলা' নদীর নাব্যতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৮/১২/২২; (১৭৫২)	১। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিরাজগঞ্জ।	
৪২	রাজশাহী	নওগাঁ	তুলশীগঙ্গা নদী	নওগাঁ জেলাধীন সদর উপজেলার তুলশীগঙ্গা নদী খননের মাটি রক্ষা করা প্রসঙ্গে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	১০/২/২২; (২২৪, ২২৩)	১। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ।	
৪৩	সিলেট	সুনামগঞ্জ	নলজুর নদী	জগন্নাথপুর উপজেলার নলজুর নদী খননের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২১/০৪/২২; (৬৩৮)	১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।	
৪৪	সিলেট	সুনামগঞ্জ	পৌরসভার খাল	সুনামগঞ্জ পৌরসভার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল খাল সিএস রেকর্ড অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণপূর্বক খননের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৬/১২/২২; (১৮৩৮)	১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।	জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পক্ষ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। পুনঃখনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
							জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে একটি খাল হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে খনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৪৫	সিলেট	মৌলভীবাজার	খাল	শ্রীমঙ্গল উপজেলার ক্যাথলিক মিশন রোডের উত্তর রসুলপুর এলাকা সংলগ্ন খালটি খননের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২২/০৯/২২; (১৩৯০)	১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।
৪৬	সিলেট	মৌলভীবাজার	হাইল হাওর	মৌলভীবাজার সদর উপজেলা ও শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত হাইল হাওরের নাব্যতার বাস্তব অবস্থা সরেজমিন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০৯/০১/২২; (৫৬, ৫৭)	১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে।
৪৭	সিলেট	হবিগঞ্জ	এরাবরাক নদী	এরাবরাক নদীর নাব্যতার বাস্তব অবস্থা সরেজমিন অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৩/০১/২২; (৮২, ৮৩)	১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
৪৮	সিলেট	হবিগঞ্জ	বাসিয়া নদী	বাসিয়া নদী খনন ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৩/১১/২২; (১৬৫১)	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-কে অনুরোধ করা হয়েছে।
৪৯	সিলেট	হবিগঞ্জ	কাপনা নদী	জৈন্তাপুর উপজেলার কাপনা নদী খনন ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২৯/১২/২২; (১৮৫৬)	১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ।	কাপনা নদী খননে পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৫০	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মাকরজানি খাল	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় শতবর্ষী মাকরজানি খালের নাব্যতা রক্ষার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত- করণ।	০৩/০২/২২ (১৮৫)	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।	খাল এর নাব্যতা পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫১	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ব্রহ্মপুত্র নদ	ময়মনসিংহ শহরে কাচারী ঘাট এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের নাব্যতা পুনরুদ্ধারপূর্বক কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৪/০৭/২২ (১০০৭, ১০০৯)	১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
৫২	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	বানার নদী	ময়মনসিংহ জেলার বানার নদী পুনঃখনন করে নাব্যতা পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	০৩/১০/২২ (১৪৩২)	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।	
৫৩	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	কাঁচামাটিয়া নদী	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার কাঁচামাটিয়া নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ।	০৬/১১/২২ (১৬২৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।	অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে কাঁচামাটিয়া নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৫৪	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	বিলকেইলা বিল	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন বিলকেইলা বিল খননপূর্বক কমিশনকে অবহিত- করণ।	১৮/১২/২২ (১৭৯৭)	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৫৫	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	মগড়া নদী	নেত্রকোণা জেলাধীন সদর উপজেলায় সিএস মূলে মগড়া নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ।	০৯/০১/২২ (৫)	১। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নেত্রকোণা।	অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নেত্রকোণা এর পক্ষ থেকে মগড়া নদীকে সি এস রেকর্ড মোতাবেক পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫৬	ময়মনসিংহ	শেরপুর	আমনকুড়া বিল	শেরপুর পৌরসভার আমনকুড়া বিলের নাব্যতা রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১০/০৫/২২ (৬৯৫)	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, শেরপুর। ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভা শেরপুর।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।



চিত্র: মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় লাঘাটা নদী খনন।



চিত্র: বগুড়া জেলার বাঙালি নদী খনন।



চিত্র: খননের পরে নড়াইল জেলার চিত্রা নদীর বর্তমান অবস্থা।

৫.০২: নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদপূর্বক নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধার ও কমিশনের সুপারিশ
নদ-নদী সতত প্রবহমান, প্রবহমানতাই নদীর সৌন্দর্য। বাংলার সবুজ বুকের উপর বয়ে চলা রূপালি প্রবাহ যেন দক্ষ চিত্রকরের হাতে আঁকা নিপুণ কোন শিল্পকর্ম। কলকল শব্দে নিরবধি বয়ে চলা নদী একদিকে যেমন দেশের ধর্মীর ন্যায় কাজ করে, অপরদিকে নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে।

নদীর স্বাভাবিক প্রবহমানতার গুরুত্ব:

নদীর প্রবহমানতার উপর নদীর অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রবাহমান নদীতে নৌচলাচল করে, নৌপরিবহন সম্ভবপর হয়। মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করতে পারে। প্রবল স্রোতশ্রী নদীগুলো বাংলাদেশের কৃষকদের পরম নির্ভরতার প্রতীক হয়ে বছরজুড়ে মিঠা পানির প্রয়োজনীয়তা মেটায়। নদীর স্রোত ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। নদীর প্রবল প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকলে দূষণকারী পদার্থগুলোও নদীর তেমন ক্ষতিসাধন করতে পারে না। স্রোতশ্রী নদী তার আপন তেজে নিজেকে নিষ্কলুষ করে ফেলে মুহূর্তেই। অপরদিকে নদীতে প্রবাহ কমে গেলে তা একদিকে যেমন দূষণে পর্যদুস্ত হয় অপরদিকে দখলদারদের কড়াল গ্রাসে পড়ে যায় অস্তিত্ব সংকটে।

পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ:

বাংলাদেশের নদ-নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে উজানে বিভিন্ন ড্যাম, ব্যারাজ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, পানি প্রত্যাহার বা প্রবাহ ঘুরিয়ে দেওয়ার আত্মঘাতী আয়োজন। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবহমান নদীর বুকে অবৈধ বাঁধ ও মাটির রাস্তা নির্মাণ, মাইলের পর মাইল জুড়ে কোমড় ও কারেন্ট জাল স্থাপন, নদীর উজান ও ভাটিতে প্রবাহ বন্ধ করে নদীকে টুকরো করে জলমহাল হিসেবে ইজারাগ্রহণ, নদীর মুখে অপরিষ্কৃত কালভার্ট ও সুইস গেট নির্মাণ, নদীর বুকে দীর্ঘদিন ধরে কচুরিপানার স্তূপ জমে নদীর গতি মন্থর হওয়া, নদীর জায়গা সংকুচিত করে স্থাপনা নির্মাণ প্রভৃতি কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ:

১. দেশে যেসব নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে জলমহাল হিসেবে ইজারা প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করে জলমহাল ইজারা বাতিল করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে দিতে হবে।
২. নদীর বুকে আড়াআড়িভাবে কোন বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না।
৩. নদীতে মাইলের পর মাইল স্থাপিত কোমড় ও কারেন্ট জাল অপসারণ করে নদীর প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. নদীতে ব্রীজ, কালভার্ট বা অন্য কোন স্থাপনার নির্মাণকার্য শেষ করার অব্যবহিত পরেই নদীর মাঝে এবং নদীর দুই পাড়ে রাখা উপকরণগুলো অপসারণ করে নদীর জায়গা নদীকে ফেরত দিতে হবে।
৫. নদীর মাঝে অস্থায়ী ভিত্তিতে নির্মিত জেটি বা ঘাট কার্যকরণ সময়ের পরেই অপসারণ করতে হবে।
৬. সুইস গেট বা অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নদীর মুখে স্থাপন করে নদীর প্রবাহ ঘুরিয়ে নেয়ার পূর্বে হাইড্রো-মরফোলজিকাল স্টাডি করতে হবে।
৭. নদীর গতিকে মন্থর করে দেয়া কচুরিপানা নিয়মিত অপসারণ করতে হবে।

নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় অবৈধ বাঁধ উচ্ছেদপূর্বক নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত ২০২২ সালে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হলো:

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০১	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	গোমতী নদী	কুমিল্লা জেলাধীন সদর উপজেলার গোমতী নদীর বাঁধ ও সরকারি খাস সম্পত্তি হতে মাটি কাটা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	৮/১১/২২; (১৭১৩)	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০২	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	তিতাস নদীর শাখা	অবৈধভাবে আড়া-আড়িভাবে মাটি ভর্তি বস্তা ও জালা দিয়ে সৃষ্ট পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা (অবৈধ বাঁধ) অপসারণ করে নাব্যতা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৯/০১/২২; (৫৪)	জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	
০৩	রংপুর	কুড়িগ্রাম	ব্রক্ষপুত্র নদ	কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলায় ব্রক্ষপুত্র নদের উপর অবৈধভাবে সড়ক নির্মাণ বন্ধ করে নদীর জমি উদ্ধারে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।	১৪/০২/২২; (২৪১)	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম। ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর, জানান যে, অবৈধভাবে সড়ক নির্মাণ বন্ধ ও রাস্তাটি কেটে ফেলা হয়েছে।
০৪	রাজশাহী	রাজশাহী	পদ্মা নদী	পদ্মা নদীতে রাজশাহী শহরের নিষ্কিন্ত ময়লা আবর্জনা অপসারণ করে নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১০/০২/২২; (২২৭)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০৫	রাজশাহী	পাবনা	হুড়া সাগর নদ	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলাধীন হুড়া সাগর নদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১০/০২/২২; (২২১)	জেলা প্রশাসক, পাবনা।	

ক্র: নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০৬	রাজশাহী	পাবনা	পদ্মা নদী	পাবনা জেলাধীন ঈশ্বরদী উপজেলার লক্ষীকুড়া ইউনিয়নে পদ্মা নদীর নাব্যতা রক্ষায় নদীর বুকে নির্মিত রাস্তা উচ্ছেদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৬/০২/২২; (২৭৪)	জেলা প্রশাসক, পাবনা।	গত ১৩/৪/২০২২ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় পাবনা কমিশনে জানায় যে, রাস্তা উচ্ছেদসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধভাবে মাটি খননের জন্য ইট ভাটার মালিক কে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
০৭	রাজশাহী	নাটোর	উপজেলার সকল নদ-নদী	নাটোর জেলাধীন গুরুদাসপুর উপজেলার নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।	১০/০৫/২২; (৬৯৭)	১। জেলা প্রশাসক, নাটোর। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।	
০৮	রাজশাহী	বগুড়া	করতোয়া নদী	করতোয়া নদী হতে সকল অবৈধ দখল ও পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০৪/০১/২২; (৩৩)	১। জেলা প্রশাসক, বগুড়া। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বগুড়া।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০৯	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সুতিয়া নদী	ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার সুতিয়া নদী ভরাট বন্ধ করে প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২০/১০/২২; (১৫১৪)	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।	
১০	ময়মনসিংহ	নেত্রকোণা	মগড়া নদী	নেত্রকোণা জেলাধীন সদর উপজেলায় সিএস মূলে মগড়া নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।	০৯/০১/২২; (৫)	১। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নেত্রকোণা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নেত্রকোণা এর পক্ষ থেকে মগড়া নদীকে সি এস রেকর্ড মোতাবেক পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
১১	খুলনা	বাগেরহাট	হোজির নদী	বাগেরহাট জেলাধীন হোজির নদীর পানি প্রবাহে বাধা দানকারী বাঁধ অপসারণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৭/০৭/২২; (১০২০) ২১/০৮/২২; (১২৩০)	১। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাগেরহাট।	
১২	খুলনা	বাগেরহাট	রামপাল উপজেলার নদী ও খাল	বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার নদী ও খালের গতিপথে বাধাপ্রদানকারী ও মৎস্য সম্পদ বিনষ্টকারী বাঁধ নেটজাল ও বেহুন্দি জাল অপসারণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০৩/১০/২২; (১৪২৮)	১। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট। ২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাগেরহাট।	
১৩	খুলনা	বাগেরহাট	মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাল	বাগেরহাট জেলাধীন মোড়লগঞ্জ উপজেলার খালের প্রবাহ বন্ধ করে মাছ চাষের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।		১। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, বাগেরহাট।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৪	খুলনা	সাতক্ষীরা	আটুলিয়া ইউনিয়ন খাল	সাতক্ষীরা জেলাধীন শ্যামনগর উপজেলার ১০ নং আটুলিয়া ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের খাল খননের আবেদন ও খালের পানি প্রবাহে বাধা দানের অভিযোগের তদন্তপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২৮/০৩/২২; (৪৮১)	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।	
১৫	খুলনা	যশোর	টেকা নদী	যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার টেকা নদীর পানি প্রবাহে বাধাদানকারী বাঁধ অপসারণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	০৩/০৩/২২; (৩৪৯)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।	
১৬	বরিশাল	পটুয়াখালী	রাজাবালী উপজেলার সরকারি খাল	পটুয়াখালী জেলাধীন রাজাবালী উপজেলার সরকারি খালের পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।	১৮/১০/২২; (১৪৯৬)	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী।	সহকারী কমিশনার (ভূমি), রাজাবালী কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালে বাঁধ দিয়ে মাছ আহরণ করায়

ক্র: নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
							বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এবং খালের পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বাঁধ অপসারণের সচিব প্রতিবেদন দাখিল করে।
১৭	বরিশাল	ভোলা	জেলাধীন খালসমূহ	ভোলা জেলাধীন বিভিন্ন খালের পানি প্রবাহে বাধাদানকারী বাঁধ অপসারণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৭/০৭/২২; (১২০৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ভোলা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৮	বরিশাল	ভোলা	টঙ্গির খাল	ভোলা জেলাধীন সদর উপজেলার টঙ্গির খালে অবৈধভাবে নির্মিত বাঁধ অপসারণপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০২/১২/২২; (১০)	১। জেলা প্রশাসক, ভোলা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভোলা।	
১৯	বরিশাল	বরগুনা	গামরবুনিয়া খাল	আমতলী উপজেলার আড়পাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা গ্রামের গামরবুনিয়া খালের পানি প্রবাহে বাধা দানকারী সকল বাঁধ অপসারণ করে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২৫/০১/২২; (১৩১)	জেলা প্রশাসক, বরগুনা।	
২০	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	আড়িয়াল খাঁ নদ	কিশোরগঞ্জ জেলার আড়িয়াল খাঁ নদের শাখার মাঝে নির্মিত রাস্তা অপসারণ করে নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	৩০/০৩/২২; (৪৯৮)	জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।	

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
২১	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	ধলেশ্বরী নদী	মানিকগঞ্জ জেলায় ধলেশ্বরী নদীর বুকে পানি প্রবাহ বন্ধ করে নির্মিত রাস্তা অপসারণ করে পানিপ্রবাহ পুনরুদ্ধার করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	০১/০৩/২২; (২৩২)	জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২২	ঢাকা	ঢাকা	সিংহ নদ	দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের সিংহ নদের প্রবাহ বন্ধ করে ভরাটকৃত মাটির রাস্তা অপসারণ করে পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধারপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০৪/০৯/২২; (৭৫৮)	জেলা প্রশাসক, ঢাকা।	
২৩	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং উপজেলার খাল	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার দখলকৃত খাল হতে অবৈধ বাঁধ ও দখল অপসারণ করে পানি প্রবাহ পুনরুদ্ধার।	২৬/০১/২২; (১৬১)	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।	
২৪	ঢাকা	শরীয়তপুর	সৈয়দবস্তা সরকারি খাল	ডামুড্যা উপজেলার কাকেশ্বর ইউনিয়নের সৈয়দবস্তা সরকারি খাল হতে ভরাটকৃত মাটি অপসারণ করে প্রবাহ পুনরুদ্ধার করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০১/০৮/২২; (১০৯৯)	জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর।	



চিত্র: যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার টেকা নদীতে
অবৈধ বাঁধ নির্মাণ করে প্রবাহ বাধাগ্রস্তকরণ।

চিত্র: চুয়াডাঙ্গা জেলার মাথাভাঙ্গা নদীতে কোমড় বাঁধ
দিয়ে নাব্যতা বাধাগ্রস্তকরণ।

৫.০৩: বালু মহাল ব্যবস্থাপনা ও অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সারা দেশে প্রায় হাজারের অধিক নদ-নদী রয়েছে। নদী বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগের সবচেয়ে সহজলভ্য মাধ্যম। নদীপথে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য পরিবহনের সুবিধা থাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ নদী পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে ক্রমাগত নদীগুলোতে পলি/বালি জমে নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় নদীগুলো নাব্যতাহীন হয়ে পড়েছে। অতীতে বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে নৌপথের দৈর্ঘ্য ২৮ হাজার মাইল হলেও বর্তমানে তা মাত্র ৬ হাজার মাইলে নেমে এসেছে। শুকনো মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য কমে প্রায় ৩৬০০ মাইলে নেমে আসে। ফলে এই নদীগুলোর নাব্যতা পুনরুদ্ধারের স্বার্থে নদীতে পরিকল্পিতভাবে ড্রেজিং কিংবা বালু উত্তোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে রয়েছে এর বিপুল চাহিদা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে বালি প্রয়োজন, তবে একথাও সত্য যে, অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

এ লক্ষ্যে জাতীয় নদীর রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর ধারা ১৩ (জ) এর আলোকে নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও নদীর টেকশই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়-এ পরিকল্পিতভাবে বালুমহাল ব্যবস্থাপনা করার জন্য এবং অবৈধ উপায়ে বালু উত্তোলন রোধ করার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থাকে সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

বালু:

বালু একটি দানাদার উপাদান যা সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত শিলা এবং খনিজ কণার সমন্বয়ে গঠিত।

বালুমহাল:

পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে আহরণযোগ্য বা উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত রয়েছে এইরূপ কোনো সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বালুমহাল হিসেবে ঘোষিত হয়।

বালু উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তা:

- নদ-নদী ও জলাশয়ের নাব্যতা বৃদ্ধি
- সরকারের রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
- দারিদ্র্য বিমোচন
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর নতুন আবাস সৃষ্টি
- অবকাঠামো ও নির্মাণকাজে বালুর চাহিদা পূরণ
- খনিজ বালু (বুটাইল, জিরকন, মোনাজাইট, কায়ানাইট ইত্যাদি) উত্তোলন ও গবেষণা

অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলনের প্রভাব:

- নদী গর্ভের গঠন প্রক্রিয়া বদলে যায়
- নদী ভাঙনের ফলে নদী তীরের মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে
- নদী ও জলাশয়ের পুরো হাইড্রোলজিক্যাল কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়
- শব্দ দূষণ ও পানি দূষণের ফলে মৎস্য প্রজনন প্রক্রিয়া পাল্টে যায়
- নদী ভাঙনের ফলে চাষাবাদের জমি নষ্ট হয়
- পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়
- সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হুমকির সম্মুখীন হয়

বালু উত্তোলন সংক্রান্ত আইন, বিধি, পরিপত্র ও আদেশসমূহ:

সরকার বালু উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিকল্পিত বালু উত্তোলন বন্ধে ২০১০ সালে একটি এবং উক্ত আইনের ভিত্তিতে একটি বিধি প্রণয়ন করে। এছাড়াও অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ ও অপরিকল্পিত বালু উত্তোলনে বিভিন্ন সময় পরিপত্র ও আদেশ জারি করে।

- বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০
- বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১
- নদী খনন সংক্রান্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র (তারিখ: ১১/২/২০১৯)

- ঘ) বালু মহাল ইজারা প্রদান ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধকরণ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা (তারিখ: ২৬/১/২০২০)
- ঙ) অবৈধ বালু উত্তোলন ও বিপণন রোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা (তারিখ: ৬/৯/২০২০)
- চ) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা (তারিখ: ১০/০৬/২০২১)
- ছ) খনি ও খনিজ সম্পদ আইন, ১৯৯২
- জ) খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২
- ঝ) বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধিত) আইন, ২০২০

বালু/মাটি ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি:

- ক) জাতীয় বালু মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
- খ) জেলা বালু মহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
- গ) জেলা ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ঘ) সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি ইজারা সংক্রান্ত জেলা কমিটি (খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা ২০১২ অনুযায়ী)

অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ ও বালুমহাল ব্যবস্থাপনায় কমিশনের সুপারিশসমূহ:

- ১। দেশের কোন নদীতে কতটুকু এবং কী ধরনের বালু আছে তার একটি ম্যাপ (Sand Mapping) করতে হবে। দেশের বালুমহাল সম্পর্কে একটি হালনাগাদ ডাটাবেজ (Database) প্রস্তুত করতে তার পিরিয়ডিক আপডেট করতে হবে। [বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন]
- ২। জেলা প্রশাসন কর্তৃক বালু মহাল ঘোষণা করার পূর্বে অবশ্যই অধিক্ষেত্র (Jurisdiction) মোতাবেক বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে করতে হবে।
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন (সকল)]
- ৩। (ক) আমাদের দেশের নদী গুলোতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক Sand Gauge স্থাপন করা যেতে পারে। এতে প্রতি বছর কী পরিমাণ বালু কোন নদীতে জমা হয়, সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। [বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিআইডব্লিউটিএ]
- (খ) জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর নদীর তলদেশে বালুর পরিমাণ যাচাই করতে Echo-Sounder ব্যবহার করতে পারে। [বাস্তবায়নে: বিআইডব্লিউটিএ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন]
- ৪। নদ-নদী হতে বালু উত্তোলন করা হলে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত কী ধরনের প্রভাব (Impact) পড়তে পারে, তা বিবেচনা করে পরিবেশ অধিদপ্তরকে বিদ্যমান আইন পরিমার্জন এবং এ আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
[বাস্তবায়নে: পরিবেশ অধিদপ্তর]
- ৫। নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতিসাধন না করে বালু তুলতে হলে প্রচলিত এবং আইনগতভাবে নিষিদ্ধ সাকশন/চোষা/বাংলা ড্রেজার ব্যবহার না করে কাটার সাকশন/ সুইং ড্রেজার ব্যবহার করতে হবে। [বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিআইডব্লিউটিএ]
- ৬। বালু মহাল ঘোষণা ও ইজারার পূর্বে জেলা প্রশাসনকে অবশ্যই জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
[বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসন]
- ৭। বালু মহাল ইজারাদাররা যেন কোন ক্রমেই নির্ধারিত বালুমহালের বাইরে বালু তুলতে না পারেন, সে জন্য বালু মহালের সীমানা GPS Coordinate দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, বালু উত্তোলনের পরিমাণ, সময়কাল উল্লেখ করতে হবে এবং যথাযথ মনিটরিং করতে হবে। [বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসন]
- ৮। বালুর পাশাপাশি নদীর তলদেশ থেকে অবৈধভাবে যেন পাথর উত্তোলন করা না হয়, সে বিষয়ে কঠোর মনিটরিং প্রয়োজন।
[বাস্তবায়নে: জেলা প্রশাসন, নৌ-পুলিশ এবং খনিজ সম্পদ বিভাগ]
- ৯। ড্রেজারের কারিগরি দিক, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে, Sand Mapping ইত্যাদি বিষয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠনপূর্বক তাদের সুপারিশ মোতাবেক একটি গাইডলাইন সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা আবশ্যিক। কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে বিদ্যমান আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে কি না তা বিবেচনা করা যাবে। [বাস্তবায়নে: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও ভূমি মন্ত্রণালয়]

১০। নদ-নদী থেকে উত্তোলিত বালু হতে মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে। তবে যতদিন এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন নদীর নাব্যতা রক্ষায় পরিকল্পিত উপায়ে বালু উত্তোলন করতে হবে। [বাস্তবায়নে: ভূমি মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, জেলা প্রশাসন]

১১। দেশের কোথায় ও কোন নদীর বালুতে কী পরিমাণ খনিজ বালু (Heavy Mineral) রয়েছে, তার একটি ম্যাপ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো এবং ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেল এন্ড মেটালজি এর মাধ্যমে Map প্রণয়ন করতে হবে। এ সকল ম্যাপ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও জেলা প্রশাসক-কে সরবরাহ করতে হবে। [বাস্তবায়নে: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেল এন্ড মেটালজি]

১২। বালু উত্তোলনের ক্ষেত্র হিসেবে কেবল নদীর তলদেশই নয় বরং নদীর উপরিভাগের প্রবাহ বা চর থেকে বালু উত্তোলন বা আহরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আইন বা বিধিসমূহে সংশোধনী আনা যেতে পারে। [বাস্তবায়নে: ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড]

১৩। নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে এবং বালু উত্তোলন ও বালু পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে নৌ-পুলিশ কে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। [বাস্তবায়নে: নৌ-পুলিশ, জেলা প্রশাসন]

১৪। আমাদের দেশে বালু উত্তোলন ও ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহে বালুর বিদ্যমান সংজ্ঞা পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। [বাস্তবায়নে: ভূমি মন্ত্রণালয়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ]

১৫। সারা বছরই নদীর তলদেশ থেকে বালু উত্তোলন না করে নির্দিষ্ট সময় বালু উত্তোলন বন্ধ করা যায় কিনা তার কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। নদীকে কিছুটা বিশ্রামের সময় দিলে পুনরায় বালু উত্তোলনের উপযোগী হয়ে উঠবে। [বাস্তবায়নে: ভূমি মন্ত্রণালয়, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন]

১৬। নদ-নদীর বালু ও খনিজ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলো কমিটি গঠন করা আছে এসব কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। [বাস্তবায়নে: ভূমি মন্ত্রণালয়]

১৭। দেশে কতটি বালুহেড/ড্রেজার আছে, সেটি নির্ণয় করতে হলে প্রত্যেকটি বালুহেড/ও ড্রেজারকে নিবন্ধন (Registration) এর আওতায় আনতে হবে। [বাস্তবায়নে: নৌপরিবহন অধিদপ্তর]



চিত্র: নেত্রকোনা জেলাধীন সোমেশ্বরী নদী থেকে অপরিপক্কভাবে বালু উত্তোলন।



চিত্র: নেত্রকোনা জেলাধীন সোমেশ্বরী নদী থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন।



চিত্র: চাঁদপুর জেলাধীন মেঘনা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন।



চিত্র: চাঁদপুর জেলাধীন মেঘনা নদী পরিদর্শন।

নদ-নদী হতে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ সংক্রান্ত ২০২২ সালে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হলো:

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম নদীর নাম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০১	ঢাকা	নরসিংদী	মেঘনা নদী	নরসিংদী জেলায় মেঘনা নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০৪/০৪/২২	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী।	
০২	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	আড়িয়াল খাঁ	কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদ হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	০৯/০৪/২২	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।	
০৩	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	ধলেশ্বরী	মানিকগঞ্জ জেলাধীন সিঙ্গাইর উপজেলার ধলেশ্বরী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	৩১/১০/২২	১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মানিকগঞ্জ।	
০৪	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	পদ্মা	পাটুরিয়া ঘাট সংলগ্ন স্থান হতে অবৈধভাবে মাটি ও বালু উত্তোলন বন্ধকরণ।	৩১/০৩/২২	জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ।	
০৫	ঢাকা	টাঙ্গাইল	এলংজানী	টাঙ্গাইল সদর ও দেলদুয়ার উপজেলায় এলংজানী নদীর পাড় হতে অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৭/০৭/২২; (১০১৬)	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০৬	ঢাকা	টাঙ্গাইল	ঝিনাই	বাসাইল উপজেলায় ঝিনাই নদী হতে বাংলা ড্রেজার দিয়ে বালু ও মাটি উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৪/০২/২২; (২৪৮)	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	
০৭	ঢাকা	টাঙ্গাইল	এলংজানী	কালিহাতী উপজেলায় এলংজানী নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিত-করণ।	১৩/০১/২২; (৯২)	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	
০৮	ঢাকা	ফরিদপুর	নদী	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার চর পশ্চিম টেপাখোলা মৌজায় নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।		১। জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর। ২। পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, ফরিদপুর।	

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম নদীর নাম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০৯	ঢাকা	ফরিদপুর	কুমার নদ	ভাঙা উপজেলায় কুমার নদের পাড় হতে অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের অভিযোগ তদন্ত করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২৫/০৫/২২; (৭৭৫)	জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১০	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	পদ্মা নদী	লৌহজং উপজেলায় পদ্মা নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধকরণপূর্বক কমিশনকে অবহিতকরণ।	২০/১০/২২; (১৫০৮)	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।	তাগিদ প্রদত্ত।
১১	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর	পদ্মা নদী	পদ্মা সেতু সংলগ্ন স্থান হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে পদ্মা সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।		জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর।	
১২	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	পদ্মার শাখা নদী	মুন্সিগঞ্জের টংগীবাড়ি উপজেলায় পদ্মার শাখা নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	০৪/০৮/২২; (১১২৬)	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৩	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	মেঘনা	মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় মেঘনা নদী হতে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	০৯/০৫/২২; (৬৮১)	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।	
১৪	খুলনা	কুষ্টিয়া	পদ্মা নদী	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন পদ্মা নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	২০/০২/২২; (২৯৮) ১৭/১২/২২; (১৬৯০)	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া।	তাগিদ প্রদত্ত।
১৫	খুলনা	মাগুরা	মধুমতি নদী	মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার মধুমতি নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৯/০৫/২২; (৭৪৮)	জেলা প্রশাসক, মাগুরা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৬	খুলনা	বাগেরহাট	পশুর নদী	বাগেরহাট জেলাধীন মোংলা উপজেলার পশুর নদী হতে উত্তোলিত বালু দ্বারা ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি জমি ও মাছের ঘের ভরাটের অভিযোগের বিষয়ে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১০/০৪/২২; (৫৫৭) ১৯/০৪/২২; (৬০৫)	জেলা প্রশাসক বাগেরহাট।	জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট জানান যে, আবেদনকারী জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
১৭	বরিশাল	পটুয়াখালী	লোহালিয়া নদী	পটুয়াখালী শহর সংলগ্ন লোহালিয়া নদীতে বালু ফেলা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	০৩/১১/২২ (১৬১১)	নির্বাহী প্রকৌশলী, (ড্রেজিং) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, পটুয়াখালী।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
১৮	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	গোমতী নদী	কুমিল্লা জেলাধীন সদর উপজেলার গোমতী নদীর বাঁধ ও সরকারি খাস সম্পত্তি হতে মাটি কাটা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৪/০৪/২২; (৬৪৪)	জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।	তাগিদ প্রদত্ত।
১৯	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	নদী	নদী হতে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	২১/০৪/২২; (৬৪০)	জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২০	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	মেঘনা নদী	২১/০৩/২০২২ তারিখে চাঁদপুরের অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে কমিশনে বিশেষ সভা করে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করে এবং ৩১/০৩/২০২২ তারিখে চাঁদপুরের মেঘনা নদী পরিদর্শন করা হয়।		১। জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর। ২। পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, চাঁদপুর।	কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করে।
২১	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	ডলু নদী	চট্টগ্রাম জেলাধীন লোহাগড়া উপজেলার ডলু নদীর ডলু ব্রিজের নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	২৯/১১/২২; (১৭২০,১৭ ২১,১৭২২)	১। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/স ও জ, চট্টগ্রাম।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স ও জ, চট্টগ্রাম জানায় ব্রিজটি তাদের আওতাভুক্ত নয়। তবে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি হতে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নি।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
২২	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	পদ্মা, মেঘনা নদী	পদ্মা মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষতির মূল্যমান নির্ধারণ করে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	২৬/০৪/২২; (৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬)	১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা। ২। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর। ৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। ৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ। ৫। মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২৩	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	টিলা	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ডুলহাজারা ইউনিয়নের জলাধার, টিলা, কৃষিজমি, সংরক্ষিত বনভূমি রক্ষা এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	১৪/১১/২২; (১৬৫৯)	১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার। ২। উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।	অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন কারীদের অর্থদণ্ড ও কারণদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
২৪	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি		খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলার অবৈধ বালু উত্তোলন ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	২২/১২/২২; (১৮৩১)	১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। ২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
২৫	রংপুর	রংপুর	চিকলী নদী	রংপুর জেলাধীন বদরগঞ্জ উপজেলার চিকলী নদীর পাড় থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধের বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	০৪/০১/২২; (১৫)	১। জেলা প্রশাসক, রংপুর। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর।	
২৬	রংপুর	কুড়িগ্রাম	ব্রক্ষপুত্র নদ	কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলায় ব্রক্ষপুত্র নদের উপর অবৈধভাবে সড়ক নির্মাণ বন্ধ করে নদীর জমি উদ্ধার এবং অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।	১৪/০২/২২; (২৪১)	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম। ২। পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২৭	রংপুর	কুড়িগ্রাম	ধরলা নদী	কুড়িগ্রাম জেলাধীন ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের জন্য এবং হাইড্রো-মরফো-লজিক্যাল স্টাডির মাধ্যমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধরলা নদী খননের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।	২০/০৩/২২; (৪২১) ১৪/০৮/২২; (১১৬৭)	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	তাগিদ প্রদত্ত।
২৮	রংপুর	কুড়িগ্রাম	ব্রক্ষপুত্র নদ	কুড়িগ্রাম জেলাধীন রৌমারী উপজেলায় ব্রক্ষপুত্র নদের উপর অবৈধভাবে সড়ক নির্মাণ বন্ধ করে নদীর জমি উদ্ধার এবং অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	১৮/০৭/২২; (১০৩৩)	১। জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
২৯	রংপুর	নীলফামারী	চাড়ালকাটা নদী	নীলফামারী জেলাধীন কিশোরগঞ্জ উপজেলায় চাড়ালকাটা নদীর উপর অবৈধভাবে রাস্তা নির্মাণ বন্ধ করে নদীর জমি উদ্ধার এবং অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	১৪/০২/২২; (২৪৪)	জেলা প্রশাসক, নীলফামারী।	তাগিদ প্রদত্ত।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৩০	রংপুর	গাইবান্ধা	ঘাঘট নদী	গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার ঘাঘট নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	১২/১০/২২; (১৪৫৪)	জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা।	ঘাঘট নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে।
৩১	রাজশাহী	পাবনা	নদী	অবৈধ ভাবে বালু ও মাটি কাটা এবং ফসলী জমি বিনষ্ট করা প্রসঙ্গে।	২২/১২/২২; (১৮৩২)	জেলা প্রশাসক, পাবনা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
৩২	রাজশাহী	নওগাঁ	যমুনা নদী	নওগাঁ জেলাধীন বাদলগাছী উপজেলার ছোট যমুনা নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ	১৯/১২/২২; (১৮০২)	১। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ।	তথ্য পাওয়া যায় নি।
৩৩	রাজশাহী	নওগাঁ	গৌড় নদী	নওগাঁ জেলাধীন আত্রাই উপজেলার গৌড় নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	২৫/১০/২২; (১৫৩৮)	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ।	তাগিদ প্রদত্ত।
৩৪	রাজশাহী	নাটোর	পদ্মা নদী	নাটোর জেলাধীন লালপুরে পদ্মা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ প্রতিবেদন কমিশনে প্রেরণ।	১০/০২/২২; (২২৯)	জেলা প্রশাসক, নাটোর।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
৩৫	সিলেট	হবিগঞ্জ	খোয়াই নদী	খোয়াই নদীর চর থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২০/০৪/২২; (৬২০)	জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।	তথ্য পাওয়া যায় নি।
৩৬	সিলেট	হবিগঞ্জ	খোয়াই নদী	খোয়াই নদীর মাছুলিয়া ব্রীজের নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধকরণ।	৩০/০৮/২২; (১২৭৭)	১। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/ স ও জ, হবিগঞ্জ।	মাছুলিয়া ব্রীজের নিচ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
৩৭	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	সোমেশ্বরী নদী	সোমেশ্বরী নদী হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৫/০১/২২; (১৩৯,১৪০, ১৪১,১৪২)	১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা।	অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। বালু উত্তোলন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৩৮	ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	মহাদেও নদী	নেত্রকোনা জেলাধীন কলমাকান্দা উপজেলার মহাদেও নদী হতে বালু ও পাথর উত্তোলন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।	১২/০৪/২২; (৫৬২, ৫৬৩)	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা।	ইজারার শর্ত ভঙ্গ করায় ইজারাদারের ইজারা বাতিল করা হয়েছে।

৫.০৪: নদ-নদী ভাঙন ও ভাঙনরোধে কমিশনের গৃহীত কার্যক্রম

নদীভাঙন আমাদের দেশে একটি অতি প্রাচীন ও ভয়াবহ একটি সমস্যা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই দেশে বন্যাকে দুর্যোগ হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হলেও, কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের কাছে নদীভাঙন হচ্ছে এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা বারো মাস ধরে নানা গতিতে চলে আর রেখে যায় ধ্বংসযজ্ঞের দীর্ঘমেয়াদি ছাপ। শতবর্ষব্যাপী "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে নদী ভাঙনের ভয়াবহতা হ্রাস করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

নদী ভাঙনের কারণসমূহ:

বাংলাদেশের নদীগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পৃথিবীতে অনন্য। হিমালয়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে বেয়ে চলার সময় বিপুল পরিমাণ পলি নিয়ে আসে এ দেশের নদীগুলো। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত এ নদীগুলো প্রতিবছর প্রায় ২ বিলিয়ন টনের বেশি (তথ্যসূত্র: সিইজিআইএস) পলি বহন করে। বিপুল পরিমাণ এ পলি একদিকে যেমন নতুন চরভূমি তৈরি করছে। অপরদিকে ভয়াবহ নদী ভাঙনের অন্যতম কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

নদীভাঙনের জন্য প্রধানত নদীর ক্ষয়ক্রিয়াই দায়ী। নদীর স্রোতের বেগ যত বেশি হবে তত বেশি কৌণিকভাবে আঘাত করবে এবং তত বেশি করে নদীর কূল ভাঙবে। ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড়ের ভেতরের দিকের নরম কাদামাটি ক্ষয় হয়ে ওপরের মাটিসহ ধসে পড়ে। বাংলাদেশের ভূ-গঠন পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয় যে, নদী তীরের অধিকাংশ মাটিই অত্যন্ত ঝুরঝুরে (Clay Soil)। এ ধরনের মাটির আন্তঃআনবিক আকর্ষণ বল অত্যন্ত কম হওয়ায় খরস্রোতা নদীর প্রবাহের আঘাতে টিকতে না পেরে মুহূর্তেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

নদীভাঙনের অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. বর্ষা মৌসুমে অত্যধিক বৃষ্টিপাত।
২. পাহাড়ি খরস্রোতা নদীসমূহের মাধ্যমে পরিবাহিত পানির ফলে সৃষ্ট হঠাৎ বন্যা (Flash Flood)।
৩. নদীর গতিপথ অধিক আঁকাবাঁকা (Meandering) হওয়া।
৪. পলি জমা হয়ে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া।
৫. নদীগর্ভে নরম ও ক্ষয়িষ্ণু শিলার উপস্থিতি
৬. নদীগর্ভে ফাটলের উপস্থিতি এবং পানির ক্ষয়ক্রিয়ায় সেগুলোর প্রস্থ বৃদ্ধি পাওয়া।
৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব।

নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. নদীতে কৃত্রিম বাঁধ বা প্রতিবন্ধক দিয়ে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা।
২. নদী তীরের গাছপালা নিধন করা এবং ভূমিরূপ (Landuse) পরিবর্তন করা।
৩. নদী তীর এবং তলদেশ থেকে অপরিষ্কৃতভাবে প্রচুর বালু ও পাথর উত্তোলন।
৪. নদী শাসন সঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়া।
৫. অপরিষ্কৃত ও অধিক পরিমাণে নৌযান চালানো ইত্যাদি
৬. ভারী নৌযান চলাচলে নদীর দুই তীরে প্রচণ্ড ধাক্কা তৈরি হওয়া।
৭. নদীতীরে মাটির ভারবহন ক্ষমতার অধিক ভারী অবকাঠামো নির্মাণ করা।

বাংলাদেশের ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকাসমূহ:

প্রতিবছর মর্ত্তমান আতঙ্কের ন্যায় নদীভাঙ্গন এ দেশে ভয়ঙ্কররূপে আবির্ভূত হয়। বর্ষা মৌসুমে (Monsoon Period) বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী, লালমনিরহাট, বগুড়া, পাবনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, ভোলা, ফেনী, চাঁদপুর ও কুমিল্লায় নদীভাঙ্গন দেখা দেয়। সিইজিআইএসের দেয়া তথ্যানুযায়ী, দেশের সবচেয়ে ভাঙ্গনপ্রবণ নদী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে যমুনা। শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলা বর্তমানে দেশের সবচেয়ে ভাঙ্গনপ্রবণ উপজেলা। সবচেয়ে বেশি ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে মাদারীপুর, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ। গবেষণা সংস্থাটির ২০২২ সালের পূর্বাভাসের তথ্যমতে, দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের ১২ জেলায় নদীভাঙনে ১৮ হাজার মানুষ ঘরহারা হতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়।

নদী ভাঙনের প্রভাব:

নদীভাঙ্গন আপাত দৃষ্টিতে নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধি করছে বলে প্রতীয়মান হলেও নদী ভাঙনের ফলে নদীর ভাটি (Downstream) এ বিপুল পরিমাণ চর সৃষ্টি করে। যা নদীর নাব্যতাই শুধু ব্যতীত করে না, একই সাথে নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্যও মারাত্মকভাবে। তাছাড়া নদীগর্ভে সহায়-সম্মল হারানো লক্ষ মানুষের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির ব্যাপারটি বাংলাদেশের জন্যই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ৮৫টি শহর ও বন্দরসহ মোট ২৮৩টি স্থানে নিয়মিতভাবে প্রতি বছর মারাত্মক ভাঙন দেখা দেয়।

সিইজিআইএসের তথ্য মতে, প্রতি বছর ভাঙনে নদীতে চলে যায় প্রায় চার হাজার হেক্টর জমি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় লাখ খানেক পরিবার। সহায়সম্মল হারিয়ে উদ্ধাস্ত হচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় এক হাজার কোটি টাকার বেশি।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ:

- ১। দেশের ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই ভাঙনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভাঙন রোধে নদীতীরের দুর্বল স্থানগুলোতে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- ২। ভাঙ্গনপ্রবণ স্থানগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক ফেলে নদীতীরকে মজবুত করা, যাতে নদীর তীব্র স্রোতকে ঠেকানো যায়।
- ৩। ভাঙন ঠেকানোর উপযোগী নকশা প্রণয়ন, পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ, সময়মতো প্রকল্পের কাজ শুরু এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেড়িবাঁধ নির্মাণ শেষ করতে হবে।
- ৪। দেশের কোন কোন অঞ্চলে কোন নদীতে কতটুকু ভাঙ্গন হতে পারে এমন পূর্বাভাস মডেল তৈরি ও উন্নয়ন করতে হবে।
- ৫। নদীতে নিয়মিত ড্রেজিং কার্যক্রমের বিকল্প নেই। নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এবং নাব্যতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং চালু রাখতে হবে।
- ৬। নদী তীরের ক্ষয়রোধ করতে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
- ৭। নদী তীরে এমন কোন স্থাপনা গড়ে তোলা যাবে না, যা নদীতীরের মাটিকে আরো ক্ষয়িষ্ণু করে তোলে এবং নদী ভাঙনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।
- ৮। নদী শাসন কার্যক্রম হাতে নেয়ার পূর্বেই নদী ভাঙনের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং নদী শাসন যেন নদী ভাঙনের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদীর নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০১	রাজশাহী	পাবনা	ব্রহ্মপুত্র নদ	শেরপুর জেলাধীন নকলা উপজেলার ৮ নং চর অষ্টধর ইউনিয়নে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গনরোধে বেড়িবাঁধ নির্মাণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৮/০২/২২; (৩৩৪)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা।	তাগিদ প্রদত্ত।
০২	ময়মনসিংহ	শেরপুর	পদ্মা নদী	পাবনা জেলার ঈশ্বরদীর সাঁড়া ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	০৪/০৮/২২; (১১২৩)	জেলা প্রশাসক, শেরপুর।	জেলা প্রশাসন হতে ভাঙ্গনরোধে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
০৩	খুলনা	কুষ্টিয়া	পদ্মা নদী	কুষ্টিয়া জেলাধীন মিরপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৬/০৩/২২; (৪১৪)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির
০৪	ঢাকা	টাঙ্গাইল	এলংজানী নদী	টাঙ্গাইল সদর ও দেলদুয়ার উপজেলায় এলংজানী নদীর পাড় হতে অবৈধ বালু ও মাটি উত্তোলনের ফলে সৃষ্ট নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৭/০৭/২২; (১০১৬)	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	তথ্য পাওয়া যায় নি।
০৫	ঢাকা	টাঙ্গাইল	যমুনা নদী	টাঙ্গাইল ভূঞাপুর উপজেলার নিকরাইল ইউনিয়নের পাটিতো গ্রামে যমুনা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৯/০৮/২২; (১২৭৪)	জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।	তাগিদ প্রদত্ত।
০৬	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	পদ্মা নদী	মুন্সিগঞ্জের টংগীবাড়ি উপজেলায় পদ্মার শাখা নদীতে সৃষ্ট নদী ভাঙন প্রতিরোধে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।		জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।	তাগিদ প্রদত্ত।
০৭	ঢাকা	মুন্সিগঞ্জ	পদ্মা নদী	পদ্মা সেতু সংলগ্ন স্থান হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে সৃষ্ট নদী ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ।	২০/১০/২২; (১৫০৮)	জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।



চিত্র: টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলার পুংলী নদী ভাঙন।



চিত্র: রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দা উপজেলার গড়াই নদী ভাঙন।

৫.০৫: নদ-নদীর উপর নির্মিত ব্রিজ, কালভার্ট ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার দ্বারা নাব্যতা সংকট ও সমাধানকল্পে কমিশনের সুপারিশ

প্রাচীনকাল থেকে নদীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। নদীমাতৃক এ বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে থাকা শত শত নদ-নদীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মানুষের সুখ দুঃখ ও সাফল্যের ইতিহাস। একসময় নদীই ছিল বাংলাদেশের যোগাযোগ ও অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন। নৌপরিবহন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। তবে সময়ের সাথে সাথে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে স্বল্প সময়ে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নদ-নদী, খাল-বিল জলাশয়ের উপর সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সরকারি প্রায় ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ৭ টি দপ্তর এ সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট ও বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করে থাকে। এক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট ও বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণে দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন আইন ও বিধি থাকা সত্ত্বেও কম উচ্চতার ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট ও বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের কারণে নদীর নাব্যতা হ্রাস, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নৌপরিবহন বাঁধাগ্রস্ত হওয়াসহ নদী, খাল ও জলাশয়ের পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে।

এ লক্ষ্যে জাতীয় নদীর রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ (জ) এর আলোকে নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও নদীর টেকশই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের উপর বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা নদীর স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট ও বিভিন্ন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ করার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থাকে সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

পরিকল্পিত ব্রিজ, কালভার্ট ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের গুরুত্ব:

- ★ যোগাযোগ বৃদ্ধি
- ★ বন্যা ও জলাবদ্ধতা নিরসন
- ★ অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ★ কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন
- ★ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- ★ সামাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি
- ★ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস

পরিকল্পিত ব্রিজ, কালভার্ট ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ/দপ্তর:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ
স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সেতু বিভাগ	সেতু কর্তৃপক্ষ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
রেলপথ মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ রেলওয়ে

বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার:

Bridge, Box Culvert / Ring Culvert, Regulator, Embankment / Groyne / Spur / Hardpoint, Reservoir, Dam / Barrage / Weir / Flume/ Polder, Sluice Gate, Submersible Road, Siphon.

অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের সমস্যাসমূহ:

- ★ পানি প্রবাহে বাঁধা
- ★ পলি প্রবাহে বাঁধা
- ★ নৌযান চলাচলে বাঁধা
- ★ অবৈধ দখলের সুযোগ সৃষ্টি
- ★ পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া
- ★ নদীর নান্দনিক সৌন্দর্য (Aesthetic Value) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন:

তারিখ	অনুশাসন
১৭/০৬/২০১৪	যতটুকু সম্ভব রেগুলেটর এবং সুইস গেইট নির্মাণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিয়মিত নদীর ড্রেজিং ও নদী শাসনে গুরুত্ব দিতে হবে।
০২/০৫/২০১৭	হাওর, বিল এলাকায় যে সড়কগুলো নির্মাণ করা হবে তাতে আবশ্যিকভাবে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সংস্থান থাকতে হবে। বিশেষ করে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রিজ/কালভার্ট এর সংস্থান এবং নদী/খালগুলো নাব্য রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
২৬/০৬/২০১৮	সড়ক নির্মাণের পর সড়কের পার্শ্বের জলাধারগুলো সংরক্ষণ করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি জলাধারে নেমে যেতে পারে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ:

১। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধারের উপর যে সকল ছোট ছোট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করে খাল-বিলের পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে বা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

২। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে প্রস্থের তুলনায় ছোট ব্রিজ পরিবর্তন করে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়-জলাধারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নৌযান চলাচলের জন্য আইন, বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় আড়াআড়ি (Horizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) দ্বার রেখে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা অনুযায়ী) সঠিক ডিজাইনের ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের সুপারিশ করা হলো। সকল ব্রিজ নির্মাণের পূর্বেই ফিজিবিলিটি স্টাডিতে Environmental Impact Assessment (EIA) ও হাইড্রোমরফোলজিক্যাল স্টাডি সম্পাদন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিআইডব্লিউটিএ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত নিতে হবে।

৩। নদীর উপর অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সমন্বিত সমীক্ষা [Integrated hydro-morphological Study] করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে ব্রিজ নির্মাণ নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্য হেতুর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া বা দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।



চিত্র: কুষ্টিয়ার বাঘুলাট ইউনিয়নে ত্রাণ ও দুর্যোগ অধিদপ্তর কর্তৃক কালিগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত Short Length, Low Height ব্রিজ।



চিত্র: কুষ্টিয়ার জেলার ডাকুয়া নদীর উপর অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ নির্মাণ।



চিত্র: টঙ্গী নদীতে অতি স্বল্প উচ্চতার স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্রীজ এবং রেলসেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। নদীর জায়গা দখল করে ব্রীজ এর পিয়ার এবং এপ্রোন নির্মাণ করায় নদী অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে।

নদ-নদীর উপর পরিকল্পিত ব্রিজ, কালভার্ট ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণে ২০২২ সালে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হলো:

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/ জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০১	ঢাকা	মানিকগঞ্জ	ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক সংলগ্ন খাল	মানিকগঞ্জ জেলায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক সংলগ্ন খালের উপর অবৈধভাবে স্বল্প উচ্চতার নির্মিত সেতুটি অপসারণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।		১। জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০২	ঢাকা	গাজীপুর	লবনদহ নদী	গাজীপুর জেলার লবনদহ নদীতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণাধীন স্বল্প দৈর্ঘ্যের ও স্বল্প উচ্চতার ব্রিজ অপসারণ করে কমিশনকে অবহিতকরণ।	১৮/১১/২২; (১৬৫৪)	১। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।	
০৩	খুলনা	যশোর	কপোতাক্ষ নদ	ঝিকরগাছা বাজারের নিকট কপোতাক্ষ নদের উপর অপরিকল্পিত ব্রিজ নির্মাণ বন্ধ ও নির্মিত অপরিকল্পিত ব্রিজটি পরিকল্পিতভাবে পুনঃনির্মাণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	২৮/০৪/২২; (৬৭৩)	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	একটি ব্রিজের ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে।
০৪	খুলনা	যশোর	টেকা নদী	যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার টেকা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের সময় পানি প্রবাহে বাঁধাদানকারী বাঁধ অপসারণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৩/০২/২২; (২৩৫)	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।
০৫	খুলনা	কুষ্টিয়া	কালীগঙ্গা ও ডাকুয়া নদী	কুষ্টিয়া জেলাধীন কালীগঙ্গা ও ডাকুয়া নদীর উপর নির্মিত ব্রিজের ডিজাইন সংশোধন করে নাব্যতা পুনরুদ্ধার এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	১৮/১২/২২; (১৮০০)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। ৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্গোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। ৪/ নি:প্রকৌ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া/বিনাইদহ।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ সড়ক সার্কেল, কুষ্টিয়া হতে অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জানায় যে, কুষ্টিয়া জেলাধীন কালীগঙ্গা ও ডাকুয়া নদীর উপর এলিজিডি কর্তৃক স্বল্প দৈর্ঘ্যের নির্মিত ৯ টি ব্রিজের মধ্যে ৩ টি ব্রিজের

ক্র: নং:	বিভাগ	জেলা	নদী/খাল/জলাশয়ের নাম	গৃহীত কার্যক্রম	পত্র প্রেরণের তারিখ ও স্মারক নং	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
							নকশা সংশোধন করা হয়েছে বাকি ৬ টি ব্রিজের নকশা সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।
০৬	খুলনা	কুষ্টিয়া	কালীগঙ্গা নদী	কুষ্টিয়া জেলাধীন কুমারখালী উপজেলায় ছেউড়িয়া মৌজায় কালীগঙ্গা নদীর উপর অবিলম্বে স্লুইস গেট অপসারণ করে নদীর প্রশস্ততার সাথে মিল রেখে ব্রীজ নির্মাণ করার সুপারিশ করা হয়।	১৮/১২/২২; (১৮০০)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড/স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া।	বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায় নি।

৫.০৬: নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় কচুরিপানা অপসারণ করে নাব্যতা পুনরুদ্ধার

কচুরিপানা জমে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা বিনষ্টকরণ:

কচুরিপানা (Water Hyacinth) একটি জলজ উদ্ভিদ। বছরের অধিকাংশ সময়, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে পানির প্রবাহ কমে গেলে কচুরিপানা ব্যাপকভাবে বংশবৃদ্ধি করে। বিপুল পরিমাণে কচুরিপানা জমে একদিকে যেমন নদী ভরাট হয়ে যায়, তেমনি নদীর নাব্যতা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। একইসঙ্গে নদীতে নৌ-চলাচল ও নৌ-পরিবহন মারাত্মকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। কচুরিপানার কারণে পানি প্রবাহের গতি শূন্য হয়ে যায়। আবার, যেহেতু কচুরিপানা মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়ে থাকে, তাই এর উপস্থিতি জলজ প্রাণীর অক্সিজেন প্রাপ্যতা হ্রাস করে ফেলে। তাছাড়া এর মূলের আশেপাশের পানির নমুনাতে বিভিন্ন রোগের অনুঘটক জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় ফলে মাছের ক্ষয়রোগসহ অন্যান্য রোগ-বালাই সৃষ্টি হয়। কচুরিপানার কারণে বন্ধ ও জমে থাকা পানিতে মশা, মাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ বংশবৃদ্ধি করে। যা নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করে। সর্বোপরি, দীর্ঘ দিন যাবত জমে থাকা কচুরিপানা নদী দখলের ক্ষেত্র তৈরি করে।



চিত্র: চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলাধীন উজানীনবাবপুর খাল পুনঃখনন করেছে বাপাউবো।



চিত্র: কচুরিপানা জমে থাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদীতে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া নৌ-যোগাযোগের চিত্র।



চিত্র: কচুরিপানা জমে নাব্যত্যা হারাচ্ছে যশোর জেলার ভৈরব নদ।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগ:

কচুরিপানা জমে যেন নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের প্রবাহ কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয় এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট না হয়, সে বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও পৌরসভাকে নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কমিশন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কচুরিপানা অপসারণে সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

কচুরিপানা অপসারণে কমিশনের সুপারিশসমূহ:

- ১। শুষ্ক মৌসুমে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে পানি প্রবাহ কমে গেলে যেহেতু কচুরিপানা জমে থাকে, তাই শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভার উদ্যোগে কচুরিপানা অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ২। জেলাধীন কোন কোন নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় কচুরিপানা জমে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, সেগুলোকে চিহ্নিতপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো হতে কচুরিপানা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৩। কচুরিপানা অপসারণে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে। কচুরিপানার আধিক্য দেখলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অবহিত করে তা অপসারণ করার জন্য সাধারণ মানুষ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় হতে কচুরিপানা অপসারণ করতে সাধারণ জনগণ ও নদীকেন্দ্রিক পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ৪। বাংলাদেশে কচুরিপানা হতে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এর বহুল প্রচার করতে হবে এবং এ শিল্পের বিস্তারে সরকারি প্রণোদনা ঘোষণা করা যেতে পারে।
- ৫। বাংলাদেশে কুটিরশিল্পে কচুরিপানার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথও সুগম হচ্ছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করে জেলাধীন জনসাধারণ, বিশেষ করে নারী জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে কচুরিপানার বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করবে। ফলে, কচুরিপানা নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়ে জমে না থেকে ব্যবসার কাঁচামালে পরিণত হবে।
- ৬। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা কচুরিপানাকে কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, বরিশাল, কিশোরগঞ্জে কচুরিপানার ভাসমান বেডে তৈরি করে তার উপর ভাসমান কৃষির (Floating Agriculture) মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। এ কৃষি ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করে তুলে নদ-নদীর নাব্যতা সংকটে দায়ী কচুরিপানাকে সমস্যা নয়, বরং কৃষির গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- ৭। কচুরিপানা অপসারণে এ স্থানীয় সরকার বিভাগকে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- ৮। কচুরিপানা অপসারণে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিও কে কাজে লাগানো যেতে পারে।



চিত্র: গোপালগঞ্জ জেলা কোটালিপাড়ায় নিম্ন জলাভূমিতে কচুরিপানার ভাসমান বেডে ফসল উৎপাদনের চিত্র।



চিত্র: পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় নাজিরপুর বিলে কচুরিপানার ভাসমান বেডে ফসল উৎপাদনের চিত্র।

নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ের নাব্যতা রক্ষায় কচুরিপানা অপসারণ করে নাব্যতা পুনরুদ্ধারে ২০২২ সালে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নোক্ত ছকে প্রদান করা হলো:

ক্রঃ নং:	বিভাগ	জেলা	নদী	গৃহীত কার্যক্রম	তারিখ ও স্মারক	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	অগ্রগতি
০১	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কালাড়ুমুর নদ	কুমিল্লা জেলাধীন দাউদকান্দি উপজেলার কালাড়ুমুর নদ হতে কচুরিপানা অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিতকরণ।	০৮/১১/২২; (১৭১৩)	১। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা ৩। উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, কুমিল্লা।	তাগিদ প্রদত্ত।
০২	ঢাকা	গাজীপুর	বানার নদ	শ্রীপুর ও কাপাসিয়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বানার নদ হতে কচুরিপানা অপসারণ করে নাব্যতা পুনরুদ্ধার।	২৪/০৫/২২	১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা। ২। জেলা প্রশাসক, গাজীপুর।	